স্বনির্বাচিত সব্যসাচী

সব্যসাচী দেব

ক বি তা স ং ক ল ন

অনুষ্টুপ প্রকাশনী
২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সূচি

প্রতিশ্রুতি সময় স্বদেশ (মার্চ ১৯৮০)

আহত সংলাপ/ ১৩ সামান্য আড়াল/ ১৩ জুঁই-এর জন্য/ ১৪
রাত্রির কবিতা/ ১৫ ঝুলার জন্য/ ১৫ সুবর্ণরেখা ১/ ১৬ সুবর্ণরেখা ২/ ১৬
লেনিন কমরেড আমার/ ১৬ অমল রোদ্দুর'/ ১৭ কবি/ ২০ মনে রেখো/ ২০
জন্মভূমি/ ২২ প্রবহমান/ ২৩ ফিরে আসব/ ২৩ বিপ্রলম্ভ/ ২৪ কালো ছেলের
গান/ ২৫ গ্রহণের বেলা/ ২৬ পদাবলি/ ২৭ গ্রহণ/ ২৮ অনাটকীয়/ ২৯
বসন্ত/ ৩০ ইদানীং/ ৩১ বেহুলা ভাসান/ ৩২ কৃষ্ণা/ ৩৫ জার্নাল '৭৬/ ৩৮
ভালোবাসা/ ৩৮ কোনো একদিন/ ৩৯ কর্ণ/ ৪০ শহিদের মা/ ৪৪
শহিদদের জন্য/ ৪৫ চণ্ডালিকা/ ৪৫ অভিজ্ঞান/ ৪৬ স্তালিন/ ৪৭

স্তব্ধ স্মৃতি বহমান স্রোত (অক্টোবর ১৯৮৫)

কালো মেয়ের গান/ ৫১ তোমাকে/ ৫২ দ্বিধা কাঁপে স্মৃতির রেখায়/ ৫২
তৃষ্ণা/৫৩ দগ্ধ প্রহরে/ ৫৭ যাওয়া আসা/ ৫৮ পূর্বমেঘ/ ৫৮ আগামী
দিনে/ ৬২ অবসরের গান/ ৬৩ আমরা/ ৬৪ উত্তরাধিকার/ ৬৫ সমুদ্রের
কাছে/ ৬৬ খরা/ ৬৯ প্রশ্ন/ ৭০ ভোর, শিশিরের শব্দ/ ৭১
ভূপাল : ডিসেম্বর ১৯৮৪/ ৭২

রাত্রি, সুবর্ণরেখা (ফেব্রুয়ারি ১৯৯১)

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/ ৭৫ তারা/ ৭৬ মে-দিনে/ ৭৬ স্বপ্নের শিয়রে/ ৭৭
রূপ/ ৭৮ ভারতবর্ষ ১/ ৭৯ ভারতবর্ষ ২/ ৭৯ ভারতবর্ষ ৪/ ৮০
ভারতবর্ষ ৭/ ৮০ ভারতবর্ষ ৯/ ৮১ ভারতবর্ষ ১৩/ ৮১ দেবতা/ ৮২
অপেক্ষার ঋতু/ ৮৩

এই আমার স্বরলিপি (জানুয়ারি ১৯৯১)

এই আমার স্বরলিপি (অংশ) / ৮৭

সহজ পাঠের ছেঁড়া পাতা (জানুয়ারি ২০০০)

শান্তি, শান্তি, শান্তি/ ৯৩ আজ ধর্মের জয়/ ৯৪ নতুন পৃথিবীতে/ ৯৫
থাকো ধর্মপথে/ ৯৬ কাঙাল/ ৯৭ স্বদেশ?/ ৯৮ লৌকিক পুরাণ/ ৯৮

বৃষ্টি ও পাথরের রূপকথা (জানুয়ারি ২০০০)

পাহাড়ি জার্নাল/ ১০৩ কাঠের বারান্দা থেকে/ ১০৪ যেন জন্মান্তর/ ১০৫
নারী তুমি/ ১০৫ ভুল/ ১০৬ সুবর্ণরেখা/ ১০৭ ছুঁয়ে থাকা/ ১০৭ উত্তর/ ১০৮
জন্মদিন/ ১০৮ তমস্বিনী/ ১০৯ আগুন প্রতিমা/ ১১০ কোণার্কে/ ১১১
মৃত্যুতিথি জন্মদিন/ ১১২ প্রত্নলিপি/ ১১৩ নাম/ ১১৩ শতকশেষ/ ১১৪
বিনষ্টিগাথা/ ১১৫ সংক্রান্তি/ ১১৬ ইতিকথা/ ১১৭

ঝরাপাতা, গোধূলির জলরেখা (এপ্রিল ২০০২)

ধুলো খড়কুটো/ ১২১ রাত্রি অভিমান/ ১২১ মেঘ কথাকলি/ ১২২
আলো রক্তরাগ/ ১২৩

সূর্যাস্তটিলার পাশে (ডিসেম্বর ২০০৬)

শেষ দেখা/ ১২৭ হ্রদ/ ১২৭ এসো ভালোবাসি/ ১২৮ মৃগয়ার ঋতু/ ১২৯
আশ্রয়/ ১২৯ অন্ধকার বুদ্ধপূর্ণিমা/ ১৩০ লোলেগাঁও/ ১৩১
লোরকার ভোর/ ১৩২ পাঠ/ ১৩২ ঝরাপাতা/ ১৩৩ চাঁদ, শিশিরের শব্দ/ ১৩৪
নক্ষত্রমালার রাত্রি/ ১৩৪ নতুন পাঠ/ ১৩৫ কবিতা/ ১৩৬ শরীরী/ ১৩৬
হিম/ ১৩৭ তুঁহু মম/ ১৩৭ শিক্ষা/ ১৩৮ আজ যদি/ ১৩৯

এভাবে ফিরিয়ে দিই ক্ষমতার ভাষা (জানুয়ারি ২০০৮)

খেলা/ ১৪৩ দৃশ্যকাব্য/ ১৪৩ ভাষা/ ১৪৬ টুকরো টুকরো/ ১৪৭ দধীচি/ ১৪৮

উপনিবেশের সন্ত্রাসগাথা (জুন ২০১৫)

সেদিন/ ১৫১ ব্রাত্যের স্তবগান/ ১৫২ সংশয়/ ১৫২ সমুদ্র/ ১৫৩
জলরেখা/ ১৫৪ শুশ্রূষা/ ১৫৪ নববাবুবিলাস/ ১৫৫ ফাঁস/ ১৫৫ গান/ ১৫৬
স্বস্তি/ ১৫৭ বিষপাত্র/ ১৫৮ জীবন যে-রকম/ ১৫৮ তবু ভালোবাসা/ ১৫৯
হারজিৎ/ ১৬০ সন্ত্রাস/ ১৬০

ধুলোয় ছড়ানো ডাকনাম (জানুয়ারি ২০১৬)

কাছে আছ/ ১৬৫ হয়ত/ ১৬৫ ঘূর্ণি হাওয়া,ভুলে-যাওয়া ডাকনাম/ ১৬৬
রহস্য/ ১৬৭ পরিত্যক্ত/ ১৬৭ সংলাপ/ ১৬৮ এপিটাফ/ ১৬৯
শাদা ঘোড়া/ ১৬৯ লাল্‌চে পাতা, বিষণ্ণতা, দুপুরের রোদ/ ১৭০
মৃতের পুরাণ/ ১৭০ স্বেচ্ছা/ ১৭১ ভাঙন/ ১৭২ হিমরেখা/ ১৭২
ধূসরতা/ ১৭৩ পদাবলি/ ১৭৪ প্রণয়সন্ত্রাসগাথা/ ১৭৪ ভুল/ ১৭৫
তোমাকে/ ১৭৬ খেলা/ ১৭৬

কিছু ঝরাপাতা, কিছু রক্তকুসুম (জানুয়ারি ২০১৮)

৯/ ১৮১ ১০/ ১৮১ ১১/ ১৮২ ১৪/ ১৮৩ ১৭/ ১৮৪ ১৮/ ১৮৫

একটু দাঁড়াও মৃত্যু, সময় হয়নি (সেপ্টেম্বর ২০২১)

৫/ ১৮৯ ৮/ ১৮৯ ১১/ ১৯০ ১২/ ১৯১

বিদায়ব্যথার ভৈরবী (জানুয়ারি ২০২২)

তোমাকে আবার ছুঁই/ ১৯৫ বন্ধু/ ১৯৬ গান/ ১৯৬ কাঙালের ঝুলি/ ১৯৭
কোনোদিন ঠিক/ ১৯৮ বৃষ্টিতে শহরপথে/ ১৯৮ শেষ ক্লাশ/ ১৯৯
তোমার মুখের ছায়া/ ২০০ বৃষ্টিদিন/ ২০১ গানের ঝর্নাতলায়/ ২০১
সে রক্তকরবী/ ২০২ বিশ্বাস হারানো পাপ/ ২০৩

কাঁটাতার চেকপোস্ট ছড়ানো স্বদেশ (অক্টোবর ২০২২)

তাহলে মালতীলতা/ ২০৭ কথা/ ২০৭ কাঙালের মতো/ ২০৮
সঘন বর্ষায়/ ২০৯ প্রহসন/ ২০৯ কাঙালের পাত/ ২১০
পদ্মার স্রোতের পাশে/ ২১১ দেশজোড়া অ্যাম্পিথিয়েটার/ ২১১
স্পর্শাতীত/ ২১২ কোজাগরি/ ২১৩ স্বদেশ/ ২১৩
কাঁটাতার, ছিন্নদেশ, ভিসা/ ২১৪ না-ফেরা/ ২১৫ জন্মভূমি/ ২১৬

এসেছ প্রেম, এসেছ আজ (জানুয়ারি ২০২৪)

হলুদ বনে বনে/ ২১৯ দুরাশা/ ২২০ বৃষ্টি/ ২২১ গান/ ২২১
যাওয়া কিংবা আসা/ ২২২ ছুঁয়ে থাকা/ ২২৩ পিট সিগার/ ২২৪
বৃষ্টিতে/ ২২৫ ইচ্ছেগাঁও/ ২২৫ রাত্রিশেষের দ্বন্দ্বদ্বিধা/ ২২৬ কোণার্কে/ ২২৭
বহতা/ ২২৮ শান্ত অভিমানে/ ২২৮ সে/ ২২৯ বিন্নি ধানের খই/ ২২৯
দেখা হলো/ ২৩০ উপলব্ধি/ ২৩১ এই রাত তোমাকে ছোঁয়ার/ ২৩২

আমরা কজন একটি গাঁয়ে থাকি/ ২৩২ যাও মেঘ/ ২৩৩ সুন্দর/ ২৩৪
ভাঙ্গা জেটি/ ২৩৪ কোভিদের সময় ভালোবাসা ৩/ ২৩৪ নন্দিনী/ ২৩৫
মারাদোনা/ ২৩৬ তুমি কি কবিতা/ ২৩৭ বসন্ত/ ২৩৭

আমার প্রতিবাদের ভাষা (জানুয়ারি ২০২৪)

গেরুয়া স্বস্তিকা/ ২৪১ কেন?/ ২৪২ শিল্পকলা/ ২৪২ অস্ত্র/ ২৪৩
পুরুষতন্ত্র/ ২৪৪ মিডিয়া/ ২৪৪ মোক্ষ/ ২৪৫ মজা/ ২৪৬ সংহার পালা/ ২৪৬
এখনও মে-দিন/ ২৪৭ ধর্মরাজ্য/ ২৪৮ উৎসব/ ২৪৯
পায়ের তলায় বাঁচা/ ২৫০

সিন্ধু বারোয়াঁয় লাগে তান (জানুয়ারি ২০২৫)

অম্বা/ ২৫৩ রোদের আলপনা/ ২৫৭ প্রাপ্তি/ ২৫৭ আমার মেয়ের সাতাশ
বছরের জন্মদিনে/ ২৫৮ পিকনিক/ ২৫৯ নিঃসঙ্গতা/ ২৫৯ হঠাৎ/ ২৬০
সেদিন বুদ্ধের সঙ্গে দেখা/২৬১ কু চি টানেল দেখে এসে/২৬১ মনে পড়ে/ ২৬২
কোনো এক দারুচিনি বন/ ২৬২ রূপকথা/ ২৬৩

নিঃশব্দ (জানুয়ারি ২০২৫)

১/ ২৬৭ ২/ ২৬৭ ৪/ ২৬৭ ৭/ ২৬৮ ৯/ ২৬৮ ১৯/ ২৬৮ ২৩/ ২৬৯
২৯/ ২৬৯ ৪০/ ২৬৯ ৪৪/ ২৭০ ৪৫/ ২৭০ ৫৪/ ২৭১ কথা/ ২৭১

ভাঙ্গা সাঁকো বুনো ফুল দুপুরের হাওয়া (জানুয়ারি ২০২৬)

রাত্রির পিরামিড/ ২৭৫ নববর্ষের শুভেচ্ছা/ ২৭৫ রাত্রির মঞ্জিরা/ ২৭৬
মেঘের বেলা/ ২৭৭ প্রবাহিণী/ ২৭৭ ভাষা/ ২৭৮ কবিতা/ ২৭৯ তখন/ ২৮০
পাহাড় নেমেছে স্নানে/ ২৮১ ট্রিয়োলেট ৩/ ২৮১ দেখা/ ২৮২

আঁধার শহরে, অন্ধ গলি ছুঁয়ে (প্রকাশিতব্য)

অন্ধ গলি ছুঁয়ে/২৮৫ ভারতবর্ষ/ ২৮৫ ভারতবর্ষ ২/ ২৮৬ মস্তাজ/ ২৮৭
ফ্যাসিস্ট মহিমা/ ২৮৮ অর্ধেক আকাশ/ ২৯০ ছুঁয়ে আছি—/ ২৯১

আহত সংলাপ

(রত্নাকে)

কথা ছিল দেখা করব; রাখিনি সে কথা
হঠাৎ ফুরিয়ে গেছে আশ্চর্য সময়;
এখন কোথায় নামে বিষণ্ণ প্রপাত—
প্রথম যৌবনে তাই ছায়া, ক্লান্ত ছায়া!

কথা ছিল দেখা করব, রাখিনি সে কথা—
বারান্দায় গান ওঠে অচেনা গলায়;
কাকে খুঁজি? কেউ নেই, শূন্য ঘরে হাওয়া—
অচেনা কলেজ স্ট্রিট পুড়ে যায় দুপুরের রোদে;

তবুও নামবে না বৃষ্টি শ্রাবণের তৃতীয় সন্ধ্যায়?

২১ জুলাই ১৯৬৬

সামান্য আড়াল

(গীতাকে)

এসো, তবে লণ্ঠনের বিফল আলোয় মুখ দেখি পরস্পর,
যদি না অন্ধসময় টান দেয় নিপুণ বৈঠায়;

শৌখিন চায়ের কাপে যে যার নিজের মতো
ঢেলে নিচ্ছ আশ্চর্য পানীয়,
তাকাবে না মুখ তুলে, দেখবে না একবার, কার চোখে কতটা বিদ্যুৎ,
কে জ্বলছে দারুণ দহনে!

চাঁদ উঠবে অনেক দেরিতে, ততক্ষণ বইতে থাক হাওয়া—
আর একটু গভীরে নামলে মনে পড়বে আলোকপ্রতিমা।
আয়না তো অবিশ্বাসী, ঘুরিয়ে দেখায় যা কিছু নিজের,
এমনকী রক্তের রং মাঝে মাঝে দারুণ অচেনা
তার চেয়ে এই ভালো— একটু আগুন জ্বেলে জেনে নেওয়া
কার কী জিজ্ঞাসা,
হাত ধরতে আজও কেউ দ্বিধা রাখে কি না?

তারপর শেষ ট্রেন। কলকাতা কত দূর? ফিরে আসব নিজের নিভৃতে;
তোমরা কেউ থাকবে না কি, চাঁদ উঠলে,
একা একা হেমন্তের ছাদে?

২১ নভেম্বর ১৯৬৭

জুঁই-এর জন্য

খুব শান্ত স্বরে কেউ কথা বলল
যেন হেমন্তের দিন এখনি ফুরিয়ে যাবে;

দীর্ঘ গাছের নিচে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট দেখা যায়
বনের রেখা। পাহাড়তলিতে রোদ সরে যায়
অবিকল ট্যুরিস্টের মতো;
অনেকক্ষণ নীরবতা, কাছে কোনো ঝর্না নেই,
শুধু বহুক্ষণ বাদে একটা তিতির ডেকে ওঠায়
আবার কে যেন শান্ত গলায় কথা বলে—
খুব শান্ত, হেমন্তের আসন্ন সন্ধ্যার মতো;
কোনো প্রত্যক্ষতার দিকে হাত বাড়িয়ে
রিণরিণ করে উঠল শরীর।

দুরন্ত অসুখ থেকে উঠে এসে মনে হয়
ভালোবাসা— টিপয়ের উপর রাখা জলের গ্লাশ।

২৭ নভেম্বর ১৯৬৭